৫/৫/১২

দৈনিক ইত্তেফাক

গ্রাফিক্স : শাহযাদা

বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা

- ভূমিকা আছে ছাত্র-শিক্ষক থেকে উপাচার্যের পর্যন্ত
- ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা
- ভরসাস্থল ভিসির বিরুদ্ধেই আন্দোলন

□ নিজামুল হক

দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্থিরতা যেন স্থায়ী রূপ নিয়েছে। একের পর এক অস্থিরতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে। এ কারণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। অভিভাবক ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

শুধু শিক্ষার্থীরা নয়, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা ও অচলাবস্থার জন্য দায়ী হচ্ছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং উপাচার্য স্বয়ং। বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থিরতা নিরসনে উপাচার্যের যেখানে প্রধান ভূমিকা পালন করার কথা, সেই কর্তা ব্যক্তিকে অপসারণের দাবিতেই দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে আন্দোলন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি না চললেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে চাপা ক্ষোভ। এ ক্ষোভ থেকেই যে কোন সময় শুরু হতে পারে আন্দোলন। এছাড়া শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজসহ বেশকিছু প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে অস্ত্রের মহড়া হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যের নিয়োগ নিয়ে সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে বিরোধ। কোন আন্দোলন কর্মসূচি না থাকলেও এ বিরোধ এখনো চলছে।

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এ বিষয়ে 'ইত্তেফাক'কে বলেন, শিক্ষকদের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষোভ থেকেই দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষার্থী থাকেন। তাদের মধ্যে কিছু বিরোধ থাকে। সার্বিক বিষয় স্বাভাবিক রাখতে আমরা কাজ করেছি এবং সফলও হয়েছি।

যে কারণে এ পরিস্থিতি : নিজের মেধা, শিক্ষা ও খ্যাতি-এসবকিছু বিসর্জন দিয়ে নিজের পদটিকে টিকিয়ে রেখেছেন বেশিরভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের নেতা, কেন্দ্রীয় নেতা এবং সরকার দলীয় সংগঠনের বিশেষ কিছু ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করেই তারা এই পদে টিকে আছেন। মেধা, যোগ্যতা, নিয়ম উপেক্ষা করে নিজের আত্মীয়-স্বজন, সরকারি সংগঠনের কর্মী নিয়োগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। বিভিন্ন সময় এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে শিক্ষকরা কথা বললেও তা আমলে নেননি উপাচার্য। এ কারণেই ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা, এ কারণেই আন্দোলন। শুধু বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের শিক্ষকরা নন, সরকার দলের রাজনীতিতে সমর্থন রয়েছে বা এ রাজনীতিতে সরাসরি জড়িত এমন শিক্ষকরাও এখন ভিসি বিরোধী আন্দোলনে নেমেছেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : গত ৮ জানুয়ারি ইংরেজি বিভাগের ছাত্র জুবায়ের আহমেদকে ছাত্রলীগের কর্মীরা প্রচণ্ড প্রহার করলে পরদিন মারা যান যুবায়ের। এরপর জুবায়ের হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এ ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব করেন উপাচার্য। শুরু হয় আন্দোলন। আর দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। আন্দোলনে যোগ হয় দলীয় বিবেচনায় অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ বন্ধসহ বিভিন্ন দাবি। শিক্ষকরা আন্দোলন করেন শিক্ষক সমাজ ব্যানারে। বিষয়গুলো আমলে না নিয়ে শিক্ষকদের আন্দোলনে বাধা দিতে মাঠে নেমে পড়ে ছাত্রলীগ। শিক্ষকদের অভিযোগ; ভিসি অনিয়ম চালিয়ে যেতে ছাত্রলীগকে ব্যবহার করছেন।

শুধু শিক্ষক নন, এক পর্যায়ে আন্দোলনে যোগ দেয় সাধারণ শিক্ষার্থীরাও। যুবায়েরকে হত্যায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দিলেও তা মানেননি উপাচার্য। তৃতীয় দফায় ৪ মার্চ নতুন করে কর্মসূচি ঘোষণা করে শিক্ষক সমাজ। এসময় শিক্ষকরা ৮ দফা দাবিতে ৫ দিনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল জুবায়ের হত্যায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ এ মামুনকে লাঞ্ছনার বিচার, ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত প্রায় দু'শতাধিক শিক্ষার্থীর নিরাপদ সহাবস্থান ও স্বাধীন মত প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ, গণ ও অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ, ক্যাম্পাসের জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপাচার্য প্যানেলসহ অন্যান্য প্রশাসনিক পদে নির্বাচন। শিক্ষকদের অভিযোগ: এ সব দাবির বিষয় শিক্ষকদের কোন অভিযোগেই উপাচার্য কর্ণপাত করেননি। একসময় উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন। ছাত্রলীগসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বাধা এড়িয়ে এ আন্দোলন চলে। গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী আন্দোলন স্থগিতের অনুরোধ জানালে তা মেনে আন্দোলন স্থগিত করেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলতে থাকে। সবাই তাকিয়ে আছেন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার দিকে। টানা চার মাস অস্থিরতার মধ্যে কাটে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় : প্রযুক্তি শিক্ষার প্রধান বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) আন্দোলন দলীয় ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে। এছাড়া দলীয় ভিত্তিতে পদায়ন ও পদসৃষ্টি, সুবিধা প্রদান, শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অনিয়মসহ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে আন্দোলন শুরু করে শিক্ষকরা। আনীত অভিযোগের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতির ঘোষণাও দিয়েছেন তারা। শিক্ষকদের আন্দোলনে বুয়েট কার্যত অচল হয়ে পড়ে। এ অবস্থা এখনো চলছে। শিক্ষকদের কর্মসূচির পাল্টা কর্মসূচি দিয়েছেন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ছাত্রলীগ।

২০১০ সালের ৩১ আগস্ট বর্তমান ভিসি অধ্যাপক এসএম নজরুল ইসলাম নিয়োগ পান। অভিযোগ: তিনি নিয়োগ পেয়েই শুরু করেন অনিয়ম ও দলীয়করণ। নিয়োগ পেয়েই রেজিস্ট্রারকে সরিয়ে দেন। ২০১০ সালের জুন মাসে রেজিস্ট্রার মো. শাহজাহান অবসরে যান। নিয়ম অনুযায়ী কন্ট্রোলার মো. জসিমউদ্দিন আকন্দকে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেন। ৩১ শে আগস্ট নিয়োগ পাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই ভিসি নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার জসিমউদ্দিন আকন্দকে সরিয়ে দেন। ওই পদে দায়িত্ব দেন ডেপুটি রেজিস্ট্রার কামাল আহম্মদকে। শিক্ষকদের বাধার মুখে কামাল আহম্মদকে স্থায়ী রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে রেজিস্ট্রার পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক আবু সিদ্দিক। শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. মুজিবুর রহমান বলেন, কামাল আহম্মদ ১৯৯৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক অফিসার হিসেবে যোগ দেন। সহকারী রেজিস্ট্রার পদে তিনি পদোন্নতি পান ২০০৫ সালে। ২০০৯ সালে তিনি ডেপুটি রেজিস্ট্রার হিসেবে পদোন্নতি পান। ডেপুটি রেজিস্ট্রার থেকে রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতির জন্য ঐ পদে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কিন্তু তা না থাকা সত্ত্বেও দলীয় বিবেচনায় ২০১০ সালে তাকে রেজিস্ট্রারের চলতি দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর ২০১১ সালের ৩১ জানুয়ারি তাকে স্থায়ী নিয়োগ দেয়ার জন্য ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি অনুমোদন করে সিন্ডিকেট। বর্তমানে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতির কথা বলে ঐ কামাল আহম্মদকে রেজিস্ট্রারের পদে পদোন্নতি দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়া পদ না থাকায় উপ-উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর বাইরে ফলাফল মূল্যায়নে অনিয়মের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন। গত ৭ এপ্রিল থেকে আন্দোলনে বুয়েট কার্যত অচল ছিল। গতরাতে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষকরা ক্লাসে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমিতির উত্থাপিত বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে বৃহস্পতিবার তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য আবুল হাশেমকে প্রধান করে এ কমিটি করা হয়। এক মাসের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সদস্য মনোনয়ন দেয়ার পরদিনই তদন্ত শুরু হবে। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার কামাল আহম্মদের ভূতাপেক্ষ নিয়োগ স্থগিত করেছে সিন্ডিকেট।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে কোন্দল, ছাত্রলীগের চাঁদাবাজি, সাধারণ শিক্ষার্থীদের মারধর, যৌন হয়রানি, ক্যাম্পাসে চুরি-ছিনতাইসহ নানাবিধ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা চলছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভিন সিন্ডিকেট নির্বাচনে বামপন্থী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের হলুদ প্যানেল পরাজয় করাকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং চরম আকারে দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম আব্দুস সোবহানের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি ও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ এনে বামপন্থী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের আহবায়ক ড. শাহ নওয়াজ আলী সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ চক্রের হাতে জিম্মি। শিক্ষক নিয়োগ, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলীয় আদর্শ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। সকল নিয়োগে আর্থিক লেনদেন হচ্ছে। তিনি বলেন, ভিসির নেতৃত্বে একটি চক্র বিএনপি-জামায়াতের সাথে সমঝোতা করেছে। যাতে করে তার অপছন্দের কোন প্রার্থী ভিন সিন্ডিকেট নির্বাচনে জয়ী হতে না পারেন। এ ঘটনার পর আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে টেন্ডারবাজি, সাধারন শিক্ষার্থীদের উপর চাঁদাবাজি, যৌন হয়রানি ও ক্যাম্পাসে ব্যাপক ছিনতাইয়ে জড়িয়ে পড়েছে। গত ২৯ এপ্রিল দশ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রদলকর্মীকে অপহরণ করে। এ ঘটনায় ছাত্রলীগের তিন কর্মীকে আটক করে মতিহার থানা পুলিশ। অপহরণের শিকার সানিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের তৃতীয়বর্ষের শিক্ষার্থী এবং রাবি শাখা ছাত্রদলের আহবায়ক কমিটির সদস্য।

ছাত্রদল কর্মী সানিন জানান, ছাত্রলীগের ৭/৮জন কর্মী আমাকে ছাত্রাবাস থেকে নিচে ডেকে নিয়ে এসে দশলাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা আমাকে বেধড়ক পেটাতে থাকে। এক পর্যায়ে ক্যাম্পাসের জিয়া হলে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখে। তারা আমার মোবাইল ফোনটি বন্ধ করে আমাকে মারধর করে এবং ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে রাত দশটার দিকে আমাকে ছেড়ে দেয়। পুলিশকে জানালে গুম করা হবে বলেও হুমকি দেয় তারা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : কিছু বিভাগে ভয়াবহ সেশনজট, ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্য বার বার সংঘর্ষ, দুটি হল লুট, র‍্যাব পরিচয়ে দুই ছাত্র আটকের পর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অস্থির। ১৩ মার্চ অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ... ড. জাহাঙ্গীর আলমকে অবরুদ্ধ করে ছাত্রলীগ কর্মীরা পদত্যাগে বাধ্য করে। পরে শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের মুখে ভিসি প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিন উক্ত শিক্ষকের পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা গত ২৫ এপ্রিল বিভাগের সভাপতির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ঐ দিন বিভাগের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর ছাত্রলীগ হামলা করলে কমপক্ষে ২০জন আহত হয়। এর পর থেকে এখনো পর্যন্ত ঐ বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিভাগীয় সভাপতির পদত্যাগ ও তাদের উপর হামলার প্রতিবাদে লাগাতার ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করছে।

শিক্ষকরা বলছেন, অপহৃত ছাত্র উদ্ধারের দাবি, বিভাগীয় সভাপতির পদত্যাগ ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলার বিচারের দাবি এবং নিয়োগ বাণিজ্যকে সামনে রেখে আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে ইবি ক্যাম্পাস।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : বছরের শুরুতে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবল নিয়োগ শুরু হয়। মেধা, যোগ্যতা বিবেচনা না করেই শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগকে কেন্দ্র করে শুরু হয় অস্থিরতা। নিয়ম না মেনে জনবল নিয়োগ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এমনকি এলাকাবাসীর পক্ষ থেকেই নানা অভিযোগ দেয়া হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এ নিয়ে কোন সমাধান না হওয়া উপরন্তু দলীয় বিবেচনায় পদোন্নতি দেয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হয় অস্থিরতা। এ অস্থিরতা এখনো চলছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে শিবিরের দুই কর্মী নিহত হওয়ার পর থেকে ক্যাম্পাসে অস্থিরতা কমছে না। শিবিরের ধর্মঘট, ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, এক ছাত্র নিখোঁজ হওয়া আর শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে হঠাৎ করেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে ক্যাম্পাস।

সংঘর্ষে দুই ছাত্র নিহত হওয়ার ৩৮দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিন থেকেই লাগাতার অবরোধের ডাক দেয় ছাত্র শিবির। অবরোধ চলাকালে ২ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পরিবহনের শাটল ট্রেনে শিবির হামলা করে চালক ও তিন পুলিশকে মারধর করে। সে সময় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ সন্দেহভাজন ১২ শিবির কর্মীকে আটক করে। এর কয়েকদিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮২তম সিন্ডিকেটে শিক্ষক সমিতির কাছে দেয়া অঙ্গীকার অগ্রাহ্য করে বিজ্ঞাপিত পদের চেয়ে ১৬জন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের অভিযোগ, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অযোগ্যদের নিয়োগ দিতে বিজ্ঞাপিত পদের চেয়ে বেশি শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে। এ প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে তারা গত ১৫ এপ্রিল উপাচার্যের অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। তবে ধর্মঘট চলাকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে এ অভিযোগের ব্যাখ্যা দেন উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ।

তবে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, যারা চারদলীয় জোট আমলে অবৈধভাবে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তারাই এখন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি অশান্ত করার ষড়যন্ত্র করছে।

এদিকে গত ২৭ এপ্রিল অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে ৬ জন আহত হয়। এ ঘটনায় একটি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলিসহ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এহসানুল হাসান তুষারসহ ৩ জনকে আটক করে পুলিশ। অন্যদিকে গত ২৭ এপ্রিল চট্টগ্রাম নগরীর বাসা থেকে ক্যাম্পাসের উদ্দেশ্যে বের হয়ে নিখোঁজ হন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র সালাউদ্দীন সোয়েব। চারদিন পর দুর্বৃত্তরা তাকে ছেড়ে দেয়। পরে ঢাকা থেকে উদ্ধার করা হয় তাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক ড. খান তৌহিদ ওসমান বলেন, বর্তমানে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে।